তারিখ 17 JAN 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
102

উপজেলা পরিক্রমা

রাজৈর

মাদারীপুর, ৩১ জানুয়ারী (সংবাদদাতা)।— রাজৈর একটি অবহেলিত জনপদ। রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত একটি অনন্য নাম। মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশ ক্যাম্পই কৌশলগত কারণে এ জনপদের বিল এলাকায় অবস্থিত ছিল।

৪টি উপজেলা নিয়ে গঠিত বৃহত্তর মাদারীপুর জেলার সবচেয়ে ছোট্ট অথচ অবহেলিত উপজেলা হচ্ছে রাজৈর। এর অবস্থান মাদারীপুরের পশ্চিমাংশে ৯২ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে। ১০টি ইউনিয়ন ও ১শ' ৭৮টি গ্রাম নিয়ে গঠিত এ উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১ লাখ ৭৬ হাজার ৯শ' ৩৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৯১ হাজার ৫শ' ৪২ এবং মহিলা ৮৫ হাজার ৩শ' ৯২ জন।

কৃষি

এ উপজেলায় মোট জমির পরিমাণ ৫৯ হাজার ৬৯ একর। তার মধ্যে আবাদী ৪৪ হাজার ২৭ একর, অনাবাদী ১৪ হাজার ৮শ' ৯২ একর এবং পতিত ৯শ' ৫০ একর। প্রধান ফসল—ধান, পাট, আখ, সরিষা, বুট, মসুরী ইত্যাদি। এখানকার অধিবাসীরা একমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও কৃষি উন্নয়নের জন্য তেমন কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

শিক্ষা ব্যবস্থা

এ উপজেলায় ৯টি এবতেদায়ী ও ২টি সিনিয়র মাদ্রাসাসহ ১টি মহাবিদ্যালয় ১৬টি উচ্চ বিদ্যালয়, ২টি গার্লস হাইস্কুল, ৫টি জুনিয়র হাইস্কুল, ৭৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি পাবলিক লাইব্রেরী-কাম অডিটরিয়াম রয়েছে। তবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিস্থিতি খুবই নাজুক। প্রয়োজনীয় শিক্ষাপকরণসহ বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ও বইপত্রের অভাবে এ উপজেলা থেকে সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ বিদায় নিয়েছে বলা যায়।

চিকিৎসা

এখানে মাত্র ১টি হেলথ কমপ্লেক্স ও ৬টি ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক রয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত ঔষধ-পথ্য ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে সুষ্ঠু চিকিৎসা থেকে রোগীরা অহরহই বঞ্চিত হচ্ছে।

যোগাযোগ

রাজৈর উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থাও অনুন্নত। পাকা রাস্তা ৮ মাইল, কাঁচা রাস্তা ১শ' ২৯ মাইল এবং নৌ-পথ ১৯ মাইল। বৃহত্তর বরিশাল, ঝালকাঠী, পটুয়াখালীর সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য এ উপজেলার 'টেকের হাট' দক্ষিণ বাংলার করিডোর বলে পরিচিত। কিন্তু এখানকার ফেরী পারাপার ব্যবস্থা নিম্নমানের হওয়ায় গাড়ীগুলো ঘন্টার পর ঘন্টা নদীর উভয় পাড়ে দাঁড়িয়ে থকে। ফলে যাত্রীদেরকে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

হাট-বাজার

এ উপজেলায় সর্বমোট ১৩টি হাট-বাজার রয়েছে। এর মধ্যে টেকেরহাটের নামই উল্লেখযোগ্য। ফেরী পারাপার ও লঞ্চ ঘাট হবার কারণে এখানে প্রতিদিন অসংখ্য জনসমাগম ঘটে। তাছাড়া নদীর উত্তর-দক্ষিণ দু'পাড়েই দু'টি হাট বসে। রাজৈর উপজেলার মধ্যে এটাই একমাত্র বাণিজ্য কেন্দ্র।